দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 3 1999

পৃঃ ৪ কলাম ৬

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের নূতন বিজ্ঞপ্তি প্রসংগে

মাত্র কয়েক দিন আগে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে। কয়েক দিন যাইতে না যাইতে শূন্য পদে নিয়োগের জন্য আবার "নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি" ও দেওয়া হইয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়া দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়, প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকার কতখানি গুরুত্ব দিতেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়াইতে হইলে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ করা যে একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত-এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ তাহাই প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, মাত্র কয়েক দিন আগে শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়ার পর পরই আবার শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল কেন? কেন এক বারই সব শূন্য পদ পূরণ করা হইল না? সদ্য সমাপ্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর অভাব দেখা গিয়াছিল তাহা তো নয়। আমি আমার নিজ থানা পুঠিয়ার কথাই তুলিয়া ধরিতেছি। এখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম ৪৩ জন-পুরুষ ২৯ এবং মহিলা ১৪ জন। নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে ১১ জনকে। ৪৩ জনের মধ্য হইতে ১১ জনকে নিয়োগ দেওয়ার পর যে ৩২ জন রহিয়া গেল তাহাদের মধ্য হইতেই তো বাকি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া যাইত। তাহা না করিয়া নূতন করিয়া সার্কুলার দেওয়া হইল কেন? কর্তৃপক্ষ যদি বলেন, পদ শূন্য ছিল না, তাহা হইলে তো একই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, পদ শূন্য না থাকিলে শূন্য পদের সার্কুলার দেওয়া হইল কেন? যাহারা লিখিত পরীক্ষায় ভাল করিয়াছেন তাহারাইতো মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হইয়াছেন এবং মৌখিক পরীক্ষাও দিয়াছেন।

অতীতে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের নিমিত্তে প্যানেল করা হইত। হঠাৎ করিয়া প্যানেল পদ্ধতি উঠিয়া গেলেও গতবার শিক্ষক নিয়োগের সময় প্রথমে একবার নিয়োগ দেওয়ার পর আবার দ্বিতীয় বার শূন্য পদে উত্তীর্ণদের মধ্য হইতে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছিল। এবারও অনুরূপ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি। নূতন সার্কুলার মোতাবেক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা ২০০০ সালের এপ্রিল-মে মাসের আগে হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সময়ে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকিয়া শিক্ষাদান কার্যক্রম ব্যাহত হইতে থাকিবে ইহা নিশ্চয়ই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চাহেন না। আর তাই বর্তমান শূন্য পদগুলি সদ্য সমাপ্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য হইতে পূরণ করিবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি।

মোছাঃ চায়না পারভীন,
গ্রাম+পোঃ+থানাঃ পুঠিয়া,
জেলাঃ রাজশাহী।